নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০১-০৮-২০২৩ (পৃঃ ০৫)

বিশ্বব্যাপী টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা

ড. মো. জামাল উদ্দিন

সম্প্রতি ইতালির রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদর দপ্তরে জাতিসংঘের খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বজুড়ে নিরাপদ, টেকসই ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পাঁচ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ দফা প্রস্তাবে আর্থিক প্রণোদনা, খাদ্য ও সার রপ্তানির বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া, বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক খাদ্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, প্রযুক্তি বিনিময় এবং খাদ্য অপচয় রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নেরও আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী এমন এক সময় এ আহ্বান জানান, যখন জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্বমন্দার করাল গ্রাসে বিশ্ব ভয়াবহ খাদ্য সমস্যায় পতিত হয়েছে এবং যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে আগামীতে।

সারাবিশ্বে ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের কষ্টের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিকভাবে ৬৯০ মিলিয়ন মানুষ এখনো অপুষ্টিতে ভুগছে। প্রায় ২ বিলিয়ন মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নেই। প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ সুষম খাবার থেকে বঞ্চিত। চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা-নিষেধাজ্ঞায় খাদ্য, সার, জ্বালানি ও আর্থিক সংকট বিশ্বজুড়ে ক্ষুধা ও অপুষ্টির সমস্যাকে ঘনীভূত করেছে। সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পুষ্টিকর খাবার সংগ্রহের অক্ষমতার জন্য কৃষি ও খাদ্যপণ্যের মূল্যই একমাত্র প্রতিবন্ধকতা নয়। সম্মিলিতভাবে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারলে বৈশ্বিক টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ দফা প্রস্তাব বিশ্ববাসীর নিকট মাইলফলক হয়ে থাকবে।

টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রস্তাবসমূহ দিকদর্শন হিসাবে কাজ করবে। জাতিসংঘের খাদ্য সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া সুনির্দিষ্ট পাঁচ দফা প্রস্তাব হলো– প্রথমত, আধুনিক কৃষিতে বিনিয়োগের জন্য বহুপক্ষীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্থিক প্রণোদনা ও নীতি-সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন; দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্যোগে 'ব্ল্যাক সী গ্রেইন ডিল' চালু রাখার পাশাপাশি খাদ্য ও সার-রপ্তানির বিধি-নিষেধগুলো তুলে নেওয়াসহ যে কোনো বাণিজ্য বাধা অপসারণের লক্ষ্যে সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত দরকার; তৃতীয়ত, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক ফুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তরের লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশের সহায়তায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে; চতুর্থত, কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে তাল রেখে ন্যানো-প্রযুক্তি, বায়ো-ইনফরমেটিক্স ও অত্যাধুনিক কৃষি প্রযুক্তিগুলো সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়; পঞ্চমত, প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশের অপচয় রোধে তরুণ সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি। এসব প্রস্তাবে বিশ্বব্যাপী টেকসই বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সময়ের চাহিদার প্রতিফলন ঘটেছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর, রোম (ইতালি) থেকে ২৫ জুলাই, ২০২৩ তারিখে তার ফেসবুকে পোস্টে বলেন, টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে বাংলাদেশ সব রকমের প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছে। কৃষিমন্ত্রী আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে হলে কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থাকে রূপান্তর করে যুগোপযোগী করতে হবে। সরকার সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে।

গত ২৫ জুলাই, ২০২৩ এ ইতালির রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত চলমান ইউএন ফুড সিস্টেমস সামিটের কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তর শীর্ষক প্লেনারি সেশনে প্যানেলিস্ট হিসাবে প্রদত্ত বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রী আরও বলেন, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষিতে বিশাল পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে সরকার। এত বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি সারাবিশ্বে বিরল। পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় আমরা অনেক বেশি ভর্তুকি দিচ্ছি। ভবিষ্যতেও এই ভর্তুকি অব্যাহত রাখবে সরকার। তিনি বলেন, কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তরে বাংলাদেশ সরকার সমন্বিত বিশাল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কৃষি উৎপাদন আরও বৃদ্ধিকরণ, বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, জলবায়ু সহনশীল কৃষি গড়ে তোলা ও কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণে ৭২০০ কোটি টাকার পার্টনার প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। এফএওর নিকট থেকেও সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে। বিশ্ব বাংলাদেশকে রোল মডেল হিসেবে বিবেচনা করে। আর এক্ষেত্রে কৃষির বিরাট অবদান রয়েছে।

বিশ্বের কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তরের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে পাঁচ দফা প্রস্তাবনা পেশ করেছেন, তা বাস্তবায়ন জরুরি। ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী ৭৩-৮৮ কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে ক্ষুধায়। ২০৩০ সালে ৬৭ কোটি মানুষকে ক্ষুধা বা হাঙ্গার মোকাবিলা করতে হবে। এই অবস্থায় ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থা রূপান্তর মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। রোমে অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার এবং চারজন বরেণ্য কৃষি বিজ্ঞানী যথাক্রমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান কৃষিবিদ ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃষি বিজ্ঞানীদের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছেন।

রোমে অনুষ্ঠিত খাদ্য সম্মেলনটি বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টেকসই খাদ্য ব্যবস্থাপনা আবশ্যক। কোভিড-১৯ ও জলবায়ু পরিবর্তন বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থাকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারি আমাদের শিখিয়েছে যে, যে কোনো জরুরি অবস্থা অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্ভূত হতে পারে এবং খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলকে করে তুলতে পারে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এমতাবস্থায় খাদ্য ব্যবস্থাকে টেকসই করা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। ভঙ্গুর খাদ্য-ব্যবস্থা ঠিক করার জন্য সম্মিলিত পদক্ষেপ প্রয়োজন, যাতে প্রত্যেকের কাছে পর্যাপ্ত নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাবার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকে। পুরো খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলটি আরও টেকসই, স্থিতিস্থাপক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়, সেদিকে বেশি নজর দেওয়া দরকার। উইকিপিডিয়া মতে, একটি টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা হলো এমন এক ধরনের খাদ্য ব্যবস্থা, যা মানুষকে স্বাস্থ্যকর খাদ্য সরবরাহ করে এবং খাদ্যকে ঘিরে টেকসই পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা তৈরি করে।

সুশীল সমাজ তথা সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (সিএসও) খাদ্য ব্যবস্থা পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সুশীল সমাজ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে নীতিনির্ধারক পর্যন্ত পরিবর্তনের একাধিক এজেন্টকে একত্র করার ক্ষমতা রাখে। প্রচারাভিযান, ইভেন্ট ও নেটওয়ার্কগুলোকে একত্র করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় হতে সাহায্য করতে পারে। খাদ্য ব্যবস্থা টেকসই করতে সুশীল সমাজকে ন্যায়সংগত, বৈধ ও স্বচ্ছ সরকারি নীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অ্যাডভোকেসি করতে পারে। পুষ্টি ও টেকসই কৌশলের প্রচারের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে। সব বয়সের মানুষকে স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ এবং খাবারের অপচয় কমাতে উৎসাহিত করতে পারে। পুষ্টি থেকে শুরু করে টেকসই উৎপাদন, ফসল কাটার পরে ক্ষতি হ্রাস, কৃষি-ব্যবসা, ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্প্রসারণ পরিষেবা, সামাজিক সুরক্ষা, আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং ফসলের জাতগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিরোধী করতে ভূমিকা রাখতে পারে সুশীল সমাজ।

কৃষক প্রাকৃতিক সম্পদের অভিভাবক হিসেবে কৃষি খাদ্য-ব্যবস্থা রূপান্তরের শিকড় হিসেবে কাজ করতে পারে। উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, অর্থ, প্রণোদনা এবং সামাজিক সুরক্ষা কৃষকদের স্থানীয় এবং বিশ্বব্যাপী টেকসই স্বাস্থ্যকর খাদ্য সরবরাহ করতে সাহায্য করতে পারে। সরকার এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নত নীতি বা আইন, বিনিয়োগ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। বিশ্বের প্রায় ১৪ শতাংশ খাদ্য বাজারে পৌঁছানোর আগেই নষ্ট হয়ে যায়। সরকার সংগ্রহস্থল সুবিধা, রাস্তাঘাট, বাজার এবং বাজার তথ্য ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করতে পারে, যাতে ফসল কাটার পরে খাদ্য অপচয় হ্রাস পায়। লজিস্টিক সাপোর্ট, সাশ্রয়ী প্রযুক্তি এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ দিয়ে সরবরাহ চেইনকর্মীদের ক্ষমতায়ন করতে পারে। খাদ্যের অপচয় কমানোর জন্য ভোক্তাদের সচেতনতা তৈরি এবং বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিতে পারে। এক্ষেত্রে প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল হতে হবে এবং জনস্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রাইভেট কোম্পানি সবার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাবার উৎপাদন বা প্রচার করতে সাহায্য করতে পারে, যা টেকসই স্বাস্থ্যকর খাবারে অবদান রাখবে। খাদ্য ব্যবস্থার পরিবেশগত প্রভাব কমাতে খাদ্য ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলো কৃষকদের টেকসইভাবে খাদ্যপণ্য উৎপাদনে সহযোগিতা করতে পারে। খাদ্য প্রস্তুতকারক এবং ক্যাটারিং শিল্প খাদ্য নিরাপত্তা এবং গুণমান উন্নত করতে পারে। তবে খাদ্য সংস্থাগুলোকে স্বচ্ছ হতে হবে এবং গ্রাহকদের কাছে পণ্য ও পুষ্টির তথ্য সরবরাহ করতে হবে। টিভি, রেডিও, বিলবোর্ড, ম্যাগাজিন এবং ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো যেতে পারে।

খাবারের ক্ষতি এবং অপচয় কমাতে হোটেল, ক্যাটারিং এবং আতিথেয়তা খাতের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। খাদ্য ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে উৎপাদন, অবশিষ্টাংশ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় একটি উইন-উইন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। গবেষণা এবং উদ্ভাবন পরিবর্তনের পথ দেখায়। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিজ্ঞান এবং প্রমাণভিত্তিক জ্ঞানের অনুশীলন বাড়াতে হবে। এটি জলবায়ু পরিবর্তন কমাতে, এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এবং টেকসই খাদ্য ব্যবস্থাকে আরও স্থিতিস্থাপক করার কৌশল শেখাতে সাহায্য করবে। সংকট মোকাবিলায় এসব জ্ঞান সরকারের নীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে, যা টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা রূপান্তরে সহায়ক হবে।

রোমে অনুষ্ঠিত খাদ্য সম্মেলনটি বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টেকসই খাদ্য ব্যবস্থাপনা আবশ্যক। কোভিড- ১৯ ও জলবায়ু পরিবর্তন বৈশ্বিক খাদ্যব্যবস্থাকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছে। কোভিড- ১৯ অতিমারি আমাদের শিখিয়েছে যে, যে কোনো জরুরি অবস্থা অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্ভূত হতে পারে এবং খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলকে করে তুলতে পারে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ

লেখক : প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি; সাবেক ন্যাশনাল কনসালটেন্ট এফএও- জাতিসংঘ
jamaluddin1971@yahoo.com